দ্বিতীয় প্রবাস - ২

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আমাদের বোর্ডিং গেট ৫৬ নম্বরে পৌঁছে দেখি বোর্ডিং অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। আমরাও প্লেনে উঠে গেলাম। দু'টো চল্লিশে প্লেন ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু প্লেন যখন ছাড়লো তখন ঘড়ির কাটা তিনটে বেজে দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। ব্যাগেজ নিয়ে ঝামেলা হওয়ার কারণে দুপুরে আর খাওয়ার সময় পাইনি; পেটে রীতিমত ইঁদুর দৌড় শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই জানেন যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমারই দুর্বলতা বেশী, কিন্তু আজকে আমার স্বল্পাহারী বেগম সাহেবারই অবস্থাই বেশী কাহিল মনে হোল। কিন্তু এখন তো আর প্লেনের খাবারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অতএব, ঘন্টাখানেক আগে মুখে পোড়া অতি বিস্বাদ চুইং গাম চুষতে চুষতে সিট-পকেটে রাখা ম্যাগাজিন পড়ার ভান করে বিমানবালাদের গতিবিধি লক্ষ্য করায় মন দিলাম। না না, যা ভাবছেন তা নয়; এটা ষাট বছর বয়েসের সেকসুয়াল পারভারশন কিংবা ভীমরতি নয়। এটা নেহায়েৎ ই পেটের দায়; দেখতে চাচ্ছিলাম খাবার পরিবেশনের অগ্রগতি কতটুকু।

বিমান বালাদের কথাই যখন উঠলো, তখন এ ব্যাপারে আমার চল্লিশ বছর ধরে প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শনটাও একটু শুনুন। আমার মতে পৃথিবীর তাবৎ বিমানবালদেরকে মোটামুটি ভাবে তিনটি দলে ভাগ করা যায়। এর প্রথম দলটিকে বলা যায় 'চিত্ত-চাঞ্চল্য বর্ধিনী'। এরা সাধারণতঃ কম বয়সী, প্রিয়দর্শিনী, কাজেকর্মে দক্ষ এবং চটপটে। এরা সর্বদা আপনাকে হাসিমুখে আদর আপ্যায়ন করবে। আপনার অন্যায় আবদার ও এরা এমন ভাবে সামাল দেবে যে আপনি অসুখী হবেন না। আপনি যে বয়সের যাত্রীই হোন না কেন, আপনার পাশ দিয়ে গেলে আপনি এদের দেখে ভালো বোধ করবেন এবং কথা বলতে চাইবেন। কম বয়সের যাত্রীরা এদের নিয়ে নানা ধরণের রোমান্টিক ভাবনায় ডোব্রেন। এদের সেবায় সামান্য ভুল হলেও এই সব যাত্রীরা ভাবেন 'মেরেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?' বেশি বয়সের যাত্রীরা ভাবেন 'আহা, আর একটু কম বয়েস হলে ভালো হতো'। তারা গেউএ ওঠেন 'মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদম তলীতে'। সিংগাপুর এয়ারলায়ন্স, থাই ইন্টারন্যাশনাল, ক্যাথে প্যাসিফিক, এমিরেটস জাতীয় মোটামুটিভাবে কিছু এশীয় এয়ারলায়ন্সে এই দলের বিমানবালাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবে।

দ্বিতীয় দলের বিমান বালাদেরকে বলা যেতে পারে 'পাঁচমিশেলী' বাহিনী। এরা যে কোন বয়সের হতে পারে এবং এদের কর্ম দক্ষতা একেক জনের একেক রকম। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খেয়ালী। এদের অধিকাংশের ধারণা এরা সেবা করে আপনাকে দয়া দেখাচ্ছে। এরা যে কখন আপনাকে কিভাবে আদর আপ্যায়ন করবে তা বোঝা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই এরা আপনার অনুরোধের এমন উত্তর দেবে যে আপনি আর অনুরোধ করতেই চাইবেন না। আপনি যে বয়সের যাত্রীই হোন না কেন, আপনার পাশ দিয়ে গেলে আপনার মন গেয়ে উঠবে 'মা তোর কত রঙ্গ দেখবো বল?' আপনি এদের দেখে ভীত বোধ করবেন এবং এদেরকে এড়িয়ে চলতে চাইবেন। এয়ারোফ্লোট, সুদান এয়ারয়েজ, বাংলাদেশ বিমান, পি আই এ, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানবালারা এই গোত্রভুক্ত।

তৃতীয় গোত্রের বিমানবালাদের নাম 'ঝরা পাতা' বাহিনী। এরা সাধারণতঃ মা-খালা-দাদী-নানীর বয়সী। সুদুর অতীতে হয়তো এরা স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সুন্দরী সাজার জন্য এদেরকে মুখে প্রচন্ড চুনকাম করতে হয়। আমার ধারণা, এদের গন্ডদেশের একই জায়গায় কমপক্ষে অন্ততঃ পাঁচবার চিমটি না কাটলে এদের আসল চামড়ার নাগাল পাওয়া যাবে না। এদের কর্মদক্ষতার কথা না বলাই ভালো। এই গোত্রের অধিকাংশ বিমানবালারা বয়সের কারণে স্মৃতিভ্রংশতায় ভোগেন এবং আপনাকে কি ভাবে আপ্যায়ন করতে হবে তা ভুলে যান। এদের কাছে একবার কোন কিছু চাইলে আপনার এমন শিক্ষা হবে যে আপনি আর কখনোই কিছু চাইতে দ্বিধন্বিত হবেন কারণ এদের অধিকাংশই আপনার কাছে বারে বারে ফিরে এসে জানতে চাইবে আপনি কি চেয়েছিলেন। আপনার বয়স যাই হোক না কেন এদের দেখে আপনার মন আপনি থেকেই গেয়ে উঠবে 'প্রভু দিন যে গেল সন্ধ্যে হোল পার কর' তাদেরে (আমারে নয়!) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি এদের দেখেও না দেখা, কিংবা ঘুমিয়ে পরার ভান করবেন। আমেরিকা এবং ইয়োরোপ এর অধিকাংশ উন্নত দেশের এয়ারলাইনস কোম্পানীর বিমানবালারা এই দলে পরেন। তাই বলছিলাম কি আমাদের বর্তমান বাহন ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের বিমান বালাদের দেখে ভীমরতি ধরার কোন কারণই নেই।

আমাদের পাশের সীটের যাত্রী একজন অস্ট্রেলীয় প্রাক্তন অলিম্পিক ক্রীড়াবিদ রিচার্ড। ফিঁয়াসে মেলিসার সাথে মিলিত হবার জন্য রিচার্ড তার অস্ট্রেলিয়ার পাট চুকিয়ে উটাহ স্টেটের সলট লেক সিটিতে যাচ্ছে। আমরা সাইত্রিশ বছর যাবত বিবাহিত জেনে সে আমাদের কাছে তার নিজস্ব দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ চাইলো। তার সমস্যাটা বেশ জটিল। মেলিসা একজন স্বামী পরিত্যক্তা সিংগল মাদার। তার সাথে রিচার্ডের তিন বছরের গভীর প্রেম; তবে সংসার পেতে বসার জন্য কিছুটা সময় চাওয়ায় মেলিসা রিচার্ডের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল। রিচার্ড চাচ্ছিল মেলিসা অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসুক আর মেলিসারও তাতে আপত্তি ছিলনা। কিন্তু তার প্রাক্তন স্বামী তাদের ছেলেকে আমেরিকার বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপারে এক কঠিন শর্ত দিয়ে বসে আছে। মেলিসা আর রিচার্ড তাকে অস্ট্রেলিয়ায়ে নিয়ে

যেতে পারে, তবে প্রতি তিন্মাসে তাকে একমাসের জন্য আমেরিকা নিয়ে আসতে হবে! এ প্রস্তাবে রাজী হওয়া রিচার্ডের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় কি করা সঙ্গত এই নিয়ে দুজনের মতান্তর। অবশেষে রিচার্ড নিজেই অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে আমেরিকা আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে যে মেলিসা মনে হয় তার আমেরিকা আসার ব্যাপারে খুশী নয়। আমাদের কাছে তার প্রশ্ন একটি - যদি মেলিসা তাকে গ্রহন করতে না চায়, তখন সে কি করবে? সম্পূর্ণ আলাদা সাংস্কৃতিক পরিবেশে আলাদা মূল্যবোধ নিয়ে বড় হওয়া এবং রিচার্ডের এক প্রজন্ম আগের মানুষ আমাদের জন্য এ বড় কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু রিচার্ড সে কথা মানতে রাজী নয়; তার ধারণা আমাদের সূদীর্ঘ বিবাহিত জীবনই নাকি তাকে বলছে যে আমাদের কাছে এ প্রশ্নের একটা সুন্দর উত্তর সে পাবে। সে নাছোড়বান্দার মতো আমাদের পিছে লেগে রইলো। ঠিক এ সময়ে আমাদের খাবার এলো। মুসলিম খাবারের জন্য অগ্রীম অনুরোধ থাকার কারণে অন্য প্যাসেঞ্জারদের আগেই আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হোল। ঘড়ির কাঁটা তখন চারটা ছুঁই ছুঁই। আমরা খেতে শুরু করলাম। এর বেশ কিছুক্ষন পরে - আমাদের খাওয়া শেষ হবার কিছু আগে - সাধারণ যাত্রীদের খাবার পরিবেশন করা হোল। এবার রিচার্ড খেতে ব্যস্ত হয়ে পরলো। আমরাও রিচার্ডের কঠিন প্রশ্নের জবাব দেবার হাত থেকে ছাড়া পেলাম।

সেই ষাটের দশকে স্বল্প পরিসরের ফকার প্লেনে চড়ে আমি প্রথম ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাই। আজো মনে পরে জানালার ধারের সীটে বসে আকাশের পেঁজা তুলোর মত ভাসমান মেঘ দেখতে দেখতে ভাবছিলাম এর চেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে। যৌবনের রংগীন চোখ সে মেঘে এমন অনেক কিছুই দেখতে পেয়েছিল যার রেশ তার পর ও মনের গহনে বহুদিন গাঁথা ছিল। কালে ভদ্রে যখন প্লেনে চড়া হত সে সুখস্মৃতি বারবার মনের আঙ্গিনায় ফুল হয়ে ঝরে পরতো। চল্লিশ বছর পর, জীবনের মধ্য গগনে আজ যখন নানা কাজে অকাজে বহুবার প্লেনে চড়ে দুর বা কাছের গন্তব্যে যেতে হয়, আমার মধ্য বয়সের ক্লান্ত চোখ সে আনন্দ আর খুঁজে পায় না। এখন বিমান ভ্রমনের কথা ভাবলেই মনে হয় একটা প্রচন্ড বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি। আর ৯/১১ এর পরে তো বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল মহাশক্তিধর নেতা বুশ সাহেব আর তার পারিষদ এবং মোসাহেবদের কল্যাণে বিমান ভ্রমন একটা অত্যন্ত বিশ্রী এবং ভীতিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দূর পাল্লার যাত্রায় প্লেনে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলেই আমি ঘুমুতে চেষ্টা করি কিংবা সিনেমা দেখি। 'ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লায়ার' হওয়ার সুবাদে আমি বরাবর ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ইকনমি

প্লাস ক্লাসে সীট পাই। কিন্তু ইউনাইটেড এয়ারলাইনস তো আর পৃথিবীর প্রথম সারির এয়ারলাইনস সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের মতো নয়। দ্বিতীয় সারির এই এয়ারলাইনসের বিমানে প্রতি যাত্রী সীটে ব্যক্তিগত পছন্দের সিনেমা দেখার জন্য আলাদা টেলিভিশন স্ক্রীনের ব্যবস্থা নেই। বারোয়ারী পর্দায় যে সিনেমা দেখানো হয় অধিকাংশ সময়ই সেগুলো বাজে হয়, আজকেও তাই ছিল। তাই ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। সিডনী থেকে সানফ্রান্সিস্কো বারো ঘন্টার পথ; ক্লান্তিকর এই দূর যাত্রায় ঘুম মহা ধন্বন্তরী।

সম্ভবতঃ তিন চার ঘন্টা ঘুমিয়েছিলাম। রাত আটটার দিকে বিমানবালাদের ডাকে ঘুম ভেংগে গেল; স্যান্ডুয়িচ পরিবেশন করা হবে। বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই; ঝরা পাতা বাহিনীর এই বিমানবালাদের সাথে বেশ দশাসই চেহারার কুস্তিগীর চেহারার কিছু স্টুয়ার্ড ও আছেন। চুপ করে খাবার শেষ করলাম। এখন আর ঘুম আসবে না। বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গে আনা ঈদসংখ্যা 'অন্যদিন' পত্রিকায় ছাপা একটি উপন্যাস পড়ায় মন দিলাম। পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি মনে নেই। যখন জাগলাম, তখন প্লেন সানফ্রান্সিস্কো থেকে দেড় ঘন্টার দূরত্বে উড়ছে। স্থানীয় সময় সকাল আটটা; আমদেরকে তাই নাস্তা পরিবেশন করা হবে বলে ঘোষনা দেওয়া হোল। নাস্তা শেষ হতেই মনে মনে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। স্থানীয় সময় সকাল দশটার একটু পর আমরা সানফ্রান্সিস্কো নামলাম।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)